দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ: 10 MAY 2013
পৃষ্ঠা: ১৫/৬

ত্যাগী নেতাকর্মী নতুন কমিটিতে স্থান না পাওয়ায় চ. বি. ছাত্রদলের অভ্যন্তরে অসন্তোষ ও ক্ষোভ

মঞ্জুল কবীর ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটিতে অনেক ত্যাগী নেতাকর্মী স্থান না পাওয়ায় দলের অভ্যন্তরে ক্ষোভ, অসন্তোষ বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রদলের অবস্থান সুদৃঢ় হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন পর ছাত্রদলের প্রত্যাশিত নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটি গত ২৮ এপ্রিল ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটি ঘোষণার পর ক্যাম্পাস ছাত্রদলে এর তেমন কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। বরং বাদপড়া নেতা-কর্মীদের মাঝে চরম হতাশা, ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। তারা অবিলম্বে কমিটি পনর্গঠন করে নেতা-কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন করার দাবী জানিয়েছে। ছাত্রদলের একটি সূত্র জানিয়েছে, সদ্যঘোষিত ৮১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে ৫ জন নেতা ইতিমধ্যে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেছেন। একজন নেতার এস আই পদে নিয়োগ প্রায় চূড়ান্ত। তাছাড়া কমিটিতে সাবেক আহবায়ক কমিটির ২৫ জন সদস্য বাদ দেয়া হয়েছে। ১৭ জন অপরিচিত মুখকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাদেরকে আগে ছাত্রদলের কোন কর্মকান্ডে দেখা যায়নি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল, দীর্ঘদিন ধরে অন্তঃকোন্দলে জর্জরিত। বিবদমান গ্রুপগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একই প্লাটফর্মে আনার জন্য গত বছর অক্টোবর মাসে আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। ১৫ ডিসেম্বর আহবায়ক কমিটির সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনের পরপরই ছাত্রদলের পুরোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেয়। ৭১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির এক তৃতীয়াংশের বেশী নেতা-কর্মী সভাপতির ছাত্রত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং সভাপতির পেছনে দলীয় কার্যক্রম থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে দেরী হওয়ায় অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ে। এ বছরের মার্চ মাসের প্রথম দিনে নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা না করা নিয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়। এতে সভাপতিসহ ৫ জন আহত হয়। এসব কারণে দলের প্রতি ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও গ্রুপিং-এর রোষানলে পড়ে নতুন কমিটিতে বেশ কিছু নেতা-কর্মী যে বাদ পড়বে তা আগে থেকে মুখে মুখে প্রচার হয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পাসে। তবে কে কমিটিতে আছে কে নেই তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে গত ১ মে পত্রিকায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাদ পড়া এবং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু যথাযথ মূল্যায়ন না পাওয়া নেতারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এদের সাথে জোট বাঁধে বিগত আহবায়ক কমিটিতে বাদ পড়া নেতা-কর্মীরা। সূত্র জানায়, কমিটিতে আহবায়ক কমিটির ২৫জন নেতা যারা আগের কমিটির বিভিন্ন সম্পাদকীয় পোস্টে দায়িত্ব পেয়েছিল তারা বাদ পড়েছে শুধু গ্রুপিংয়ের কারণে। অপরিচিত কিছু ছেলেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের সাথে ছাত্রদলের কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করে কমিটি পুনর্গঠনের দাবী কেন্দ্রে জানিয়েছে বলে সূত্র জানায়। কেন্দ্র অনতিবিলম্বে এতে হস্তক্ষেপ না করলে যে কোন সময় বড় ধরনের সহিংস ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে তারা আভাস দিয়েছে।